দানিয়েলের বই - নম্বর একশ একান্ন

মন্দিরের প্রতীকী তাৎপর্য: ঐশ্বরিক ও মানবীয় সম্পর্কের রহস্য উন্মোচন

Jeff Pippenger
2024-03-22

দুটি দণ্ড একত্রে যুক্ত হয়ে একটি মন্দিরে পরিণত হয়। ছেচল্লিশ সংখ্যা মন্দিরের প্রতীক, এবং উত্তর রাজ্যের বন্দিদশা ও দক্ষিণ রাজ্যের বন্দিদশার মধ্যে ব্যবধান ছেচল্লিশ বছর। ১৭৯৮ সালে, শেষ সময়ে, যখন পবিত্রস্থান ও বাহিনীর পদদলন সম্পন্ন হয়, তখন সেই ছেচল্লিশ বছরই দুটি দণ্ডকে একটি মন্দিরে যুক্ত করে। খ্রিস্টপূর্ব ৭২৩ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬৭৭ পর্যন্ত, মন্দিরটি ভেঙে ফেলা হয় এবং পদদলিত করা হয়। ১৭৯৮ সালে পদদলন শেষ হয় এবং ১৮৪৪ সালের মধ্যে একটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সেখানে তারা এক রাজাসহ এক জাতিতে পরিণত হওয়ার কথা ছিল, এবং চরিত্রে পাপ করা বন্ধ করার কথা ছিল। ওটাই ছিল পরিকল্পনা, কিন্তু ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহ সেই পরিকল্পনাকে ২০০১ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়।

প্রেরিত পৌল মণ্ডলীকে দেহ এবং খ্রিস্টকে মস্তকরূপে চিহ্নিত করেন; তদুপরি তিনি দেহকে মাংসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন। পৌলের দৃষ্টিতে মাংস ও দেহ—এই দুই পরিভাষা পরস্পরবিনিময়ে।

> কেননা যদি তোমরা শরীর অনুসারে বাস কর, তবে তোমরা মরবে; কিন্তু যদি তোমরা আত্মার দ্বারা শরীরের কাজসমূহকে মেরে ফেল, তবে তোমরা বাঁচবে। রোমীয় ৮:১৩।

মানব মন্দিরের নকশা ঈশ্বরের মন্দিরের নকশার উপর ভিত্তি করে। দেহ, অর্থাৎ গির্জা, একজন ব্যক্তির মন্দিরে মাংসের সমতুল্য। একজন ব্যক্তির মন্দিরে, মন হলো মস্তক, আর দেহ হলো মাংস।

> কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ, তাঁর মাংস ও অস্থির অংশ। এই কারণে একজন পুরুষ তার পিতা-মাতাকে ত্যাগ করবে এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত হবে, এবং তারা উভয়ে এক দেহ হবে। এটি এক মহান রহস্য; কিন্তু আমি খ্রিস্ট ও কলসিয়া সম্বন্ধে বলছি। ইফিষীয় ৫:৩০-৩২।

যে মন্দিরটি পরিমাপ করার জন্য যোহন নিযুক্ত হয়েছিলেন—যে সময়ে সপ্তম স্বর্গদূতের তুরীধ্বনি ঈশ্বরের রহস্যের সমাপ্তির কার্যের সূচনা চিহ্নিত করেছিল—সেটি ছিল ঈশ্বরের মন্দির; কিন্তু মানব-নির্মিত মন্দিরটি ঈশ্বরের মন্দিরের প্রতিমূর্তি অনুসারে গঠিত হয়েছিল। এগুলি পরস্পর-বিনিময়ে প্রতীক। মূসা পর্বতে ছেচল্লিশ দিন অবস্থান করেছিলেন; তখন তাঁকে সেই নমুনা দেখানো হয়েছিল, যা তিনি পার্থিব তাবের্নাকল স্থাপনকালে ব্যবহার করবেন। ঐ নমুনাটি স্বর্গীয় মন্দির থেকে গৃহীত হয়েছিল।

খ্রিস্ট ছিলেন দেহে প্রকাশিত স্বর্গীয় মন্দির, এবং তিনি মানব মন্দিরের ধাঁচের প্রতিনিধিত্ব করেন, কারণ মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর স্বরূপে। এ কারণেই মানব মন্দিরের ধাঁচ চল্লিশ-ছয়টি ক্রোমোজোমে প্রতিফলিত হয়।

মন্দিরগুলি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অর্থে পরস্পরবিনিময়যোগ্য। অতএব যোহনকে যে মন্দির মাপতে বলা হয়েছিল, তা ছিল মাত্র দুটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট, অঙ্গনবিহীন। প্রথম প্রকোষ্ঠ

মানব মন্দিরের প্রতিনিধিত্ব করে—গির্জা (কনে), জাতি, দেহ, যা মাংস। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ ঐশ্বরিক মন্দিরের প্রতিনিধিত্ব করে—বর, রাজা, মস্তক, অর্থাৎ মন। চিরস্থায়ী চুক্তির যে প্রতিশ্রুতি শেষ কালে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জন্য পূর্ণ হয়, তা ইজেকিয়েল পুস্তকের সাঁইত্রিশতম অধ্যায়ের দুটি দণ্ড দ্বারা চিত্রিত হয়েছে। তা যোহনের মন্দির দ্বারাও চিত্রিত হয়েছে, যা দুটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। এবং তা চিত্রিত হয়েছে পলের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারা—বিশ্বাসীর মধ্যে খ্রিস্টের রহস্য, মহিমার আশা।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে মোহরাঙ্কিত করার কাজটি হল ঈশ্বরত্বের সঙ্গে মনুষ্যত্বকে চিরস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করার কাজ। ঐ কাজটি সপ্তম তূর্যধ্বনির সময় সম্পন্ন হয়। ঐ সংযুক্তি পবিত্র শাস্ত্রে নানাবিধ উপায়ে, পংক্তির পর পংক্তি, উপস্থাপিত হয়েছে। ধর্মতত্ত্বে ঐ কাজের পরিভাষা হল ধার্মিকীকরণ ও পবিত্রীকরণ। ধার্মিকীকরণ হল আমাদের প্রতিস্থাপক রূপে খ্রিষ্টের কাজ, আর পবিত্রীকরণ হল আমাদের আদর্শ রূপে খ্রিষ্টের কাজ। ধার্মিকীকরণ আমাদের স্বর্গের অধিকারপত্রকে নির্দেশ করে, এবং পবিত্রীকরণ স্বর্গের জন্য আমাদের যোগ্যতাকে নির্দেশ করে। ঐ উভয় কাজই পবিত্র আত্মার উপস্থিতির দ্বারা বিশ্বাসীর জীবনে আনীত হয়। ঐ কাজটি উপস্থাপিত হয়েছে—শাশ্বত অঙ্গীকারে গৃহীতদের হৃদয় ও মনে ঈশ্বরের ব্যবস্থা লিখে দেওয়া হিসেবে।

"মন" মন্দিরের সেই কক্ষকে নির্দেশ করে, যেখানে মাথা অবস্থান করে। মনকে উচ্চতর প্রকৃতি বলা হয়; এর বিপরীতে দেহ হলো নিম্নতর প্রকৃতি। মনকে প্রতিনিধিত্ব করে আমাদের চিন্তা, দেহকে প্রতিনিধিত্ব করে আমাদের অনুভূতি।

> অনেকেই অকারণে অসুখী হয়ে পড়ে। তারা যিশু থেকে নিজেদের মন সরিয়ে নেয়, এবং সেটিকে অতিরিক্তভাবে নিজেদের ওপরই কেন্দ্রীভূত করে। তারা ছোটখাটো অসুবিধাগুলোকে বড় করে দেখে, এবং হতাশাজনক কথা বলে। ঈশ্বরের বিধান নিয়ে অকারণ অনুযোগ-অভিযোগ করার মহাপাপের তারা দোষী। আমরা যা কিছু পেয়েছি এবং আমরা যা, তার সবকিছুর জন্যই আমরা ঈশ্বরের কাছে ঋণী। তিনি আমাদের এমন ক্ষমতাগুলি দিয়েছেন, যা কোনো না কোনো মাত্রায় তাঁর নিজের যে ক্ষমতাগুলি আছে সেগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ; এবং এই ক্ষমতাগুলির বিকাশে আমাদের আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করা উচিত, নিজেকে সন্তুষ্ট করা ও নিজেকে উচ্চে তোলার জন্য নয়, বরং তাঁকেই মহিমা দেওয়ার জন্য।
>
> আমাদের মনকে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হতে দেওয়া উচিত নয়। খ্রিষ্টের মাধ্যমে আমরা সুখী হতে পারি এবং হওয়া উচিত, এবং আত্মসংযমের অভ্যাস অর্জন করা উচিত। এমনকি চিন্তাধারাকেও ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন করতে হবে, এবং অনুভূতিগুলোকে যুক্তি ও ধর্মের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আমাদের কল্পনাশক্তি আমাদের দেওয়া হয়নি যাতে তা সংযম ও শৃঙ্খলার কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছুটে বেড়ায় এবং নিজের ইচ্ছামতো চলে। যদি চিন্তাগুলো ভুল হয়, তবে অনুভূতিগুলোও ভুল হবে; আর চিন্তা ও অনুভূতি মিলিয়ে গঠিত হয় নৈতিক চরিত্র। যখন আমরা এই সদ্ধান্তে উপনীত হই যে খ্রিষ্টান হিসেবে আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে সংযত রাখার প্রয়োজন নেই, তখন আমরা দুষ্ট স্বর্গদূতদের প্রভাবের অধীনে চলে যাই এবং তাদের উপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণকে আমন্ত্রণ জানাই। যদি আমরা আমাদের মনে সৃষ্ট প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করি এবং আমাদের চিন্তাকে সন্দেহ, সংশয় ও অসন্তোষের ধারায় প্রবাহিত হতে দিই, তবে আমরা অসুখী হব, এবং আমাদের জীবন ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২১ এপ্রিল, ১৮৮৫।

চিন্তা ও অনুভূতি মিলিত হয়ে নৈতিক চরিত্র গঠন করে। আমাদের চরিত্র নিম্নতর ও উচ্চতর—এই দুই প্রকৃতির সমন্বয়ে গঠিত; মনই উচ্চতর প্রকৃতি; এবং যদি মনের চিন্তাগুলি পবিত্রীকৃত হয়, তবে আমাদের অনুভূতিগুলিও পবিত্রীকৃত হবে। কারণ, আমাদের মানবীয় সত্তাকে গঠনকারী দুই প্রকৃতির মধ্যে মনই উচ্চতর নিয়ন্ত্রক প্রকৃতি। আমাদের সত্তার অংশরূপে পরিকল্পিত "ক্ষমতাসমূহ" "কিছু মাত্রায়" খ্রিস্ট যেগুলি "অধিকার করেন", তাদের "অনুরূপ"; কারণ আমরা তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছি; এবং ঐ "ক্ষমতাসমূহ" আমরা "উন্নত করতে আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করা উচিত"।

উচ্চতর প্রকৃতি বা মানুষের মনের অংশ হিসেবে যে ক্ষমতাগুলো আছে, সেগুলো হলো বিচারবুদ্ধি, স্মৃতি, বিবেক এবং বিশেষত ইচ্ছাশক্তি।

> অনেকেই জিজ্ঞাসা করছেন, "আমি কীভাবে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করব?" আপনি নিজেকে তাঁকে দিতে চান, কিন্তু নৈতিক শক্তিতে দুর্বল, সন্দেহের দাসত্বে আবদ্ধ, এবং পাপময় জীবনের অভ্যাসে নিয়ন্ত্রিত। আপনার প্রতিশ্রুতি ও সংকল্প বালুর দড়ির মতো। আপনি আপনার চিন্তা, তাড়না, অনুরাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। আপনার ভঙ্গ প্রতিশ্রুতি ও লঙ্ঘিত অঙ্গীকারের জ্ঞান আপনার নিজের আন্তরিকতার উপর আস্থা দুর্বল করে দেয়, এবং আপনাকে মনে করায় যে ঈশ্বর আপনাকে গ্রহণ করতে পারেন না; কিন্তু আপনাকে নিরাশ হতে হবে না। আপনার যা বুঝতে হবে তা হলো ইচ্ছার প্রকৃত শক্তি। এটাই মানুষের স্বভাবের নিয়ন্ত্রক শক্তি—সিদ্ধান্তের, বা নির্বাচন করার শক্তি। ইচ্ছার সঠিক ব্যবহারের উপরই সবকিছু নির্ভর করে। নির্বাচনের ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন; সেটি প্রয়োগ করা তাদেরই কাজ। আপনি আপনার হৃদয় বদলাতে পারেন না, আপনি নিজি থেকে তার অনুরাগ ঈশ্বরকে দিতে পারেন না; কিন্তু আপনি তাঁকে সেবা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনি আপনার ইচ্ছা তাঁকে সমর্পণ করতে পারেন; তখন তিনি আপনার মধ্যে কাজ করবেন, তাঁর সদিচ্ছা অনুযায়ী আপনাকে ইচ্ছা করতে এবং কাজ করতে সক্ষম করবেন। এভাবে আপনার সমগ্র স্বভাব খ্রিষ্টের আত্মার নিয়ন্ত্রণাধীন হবে; আপনার অনুরাগ তাঁর উপর কেন্দ্রীভূত হবে, আপনার চিন্তাধারা তাঁর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

> সদ্গুণ ও পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা যতদূর পর্যন্ত যায় ততটুকু সঠিক; কিন্তু যদি আপনি এখানেই থেমে যান, তবে তা কোনো কাজে আসবে না। অনেকেই খ্রিস্টান হওয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষা করতে করতে নাশ হবে। তারা নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার পর্যায়ে পৌঁছায় না। তারা এখন খ্রিস্টান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না।

> ইচ্ছাশক্তির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আপনার জীবনে এক সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব। আপনার ইচ্ছা খ্রিষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করলে, আপনি এমন এক শক্তির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন, যা সকল প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের ঊর্ধ্বে। আপনাকে দৃঢ়ভাবে স্থির রাখতে ঊর্ধ্ব থেকে শক্তি পাবেন; এবং এভাবে ঈশ্বরের প্রতি ধারাবাহিক আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আপনি নতুন জীবন—বিশ্বাসের জীবন—যাপন করতে সক্ষম হবেন। Steps to Christ, 47, 48.

ইচ্ছার শক্তিই মানব প্রকৃতিতে “শাসকশক্তি”; আর এই শাসকটির অবস্থান মানব-মন্দিরের সেই প্রকোষ্ঠে, যা “সকল প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের ঊর্ধ্বে যে ক্ষমতা, তার সঙ্গে” সংযুক্ত। মানব-মন্দিরে যেখানে ঈশ্বরত্বের সঙ্গে মানবত্বের ঐক্য সংঘটিত হয়, সেই স্থানই আত্মার দুর্গ। প্রত্যেক মানুষের একটি দুর্গ আছে; এবং সেটি হয় খ্রীষ্ট দ্বারা অধিষ্ঠিত, নয়তো খ্রীষ্টের পরম শত্রু দ্বারা।

> যখন খ্রিস্ট আত্মার দুর্গ দখল করেন, তখন মানুষ তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্ম থাকে, এই ঐক্য অটুট রাখে, তাঁকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসায়, এবং তাঁর আদেশ পালন করে, সে দুষ্টের ফাঁদ থেকে নিরাপদ থাকে। খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, সে খ্রিস্টের অনুগ্রহসমূহ আত্মস্থ করে, এবং আত্মাদের তাঁর কাছে জয় করার কাজে প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজের শক্তি, দক্ষতা ও ক্ষমতা উৎসর্গ করে। উদ্ধারকর্তার সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে সে সেই মাধ্যম হয়ে ওঠে, যার মাধ্যমে ঈশ্বর কাজ করেন। তখন শয়তান যখন আসে এবং আত্মার দখল নিতে চেষ্টা করে, সে দেখে যে খ্রিস্ট ঐ ব্যক্তিকে সশস্ত্র বলবান লোকের চেয়েও শক্তিশালী করে দিয়েছেন। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১২ ডিসেম্বর, ১৮৯৯।

আত্মার দুর্গ মানবসত্তার হৃদয় ও মন। নতুন চুক্তির অঙ্গীকার বিশ্বাসীর জন্য তিনটি মুখ্য অঙ্গীকার চিহ্নিত করে। বিশ্বাসীকে বসবাসের জন্য এক ভূমির অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছে—যেমন আদম ও হাওয়ার জন্য এদনে উদ্যান ছিল, যা পাল্টা প্রাচীন ইস্রায়েলের সঙ্গে তাঁর চুক্তিতে প্রতিশ্রুত দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল, এবং সেটি আবার আত্মিক ইস্রায়েলের জন্য মহিমাময় আত্মিক ভূমিকে প্রতীকায়িত করেছিল—এবং এই তিনটিই, পংক্তি পংক্তি করে, তাঁদের জন্য পুনর্নির্মিত পৃথিবীর প্রতিশ্রুতির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, যারা যেমন তিনি জয়লাভ করেছিলেন তেমনই জয়লাভ করে।

যখন আদম ও হাওয়া পাপ করেছিল, তখন তাদের এদনে উদ্যান থেকে 'ছড়িয়ে দেওয়া' হয়েছিল 'সাত সময়কাল' ধরে, এবং সাত সহস্রাব্দ পরে পৃথিবী নতুন করা হয়, আর এদনে উদ্যান পুনরুদ্ধার হয়। প্রাচীন ইস্রায়েলকে 'সাত সময়কাল' ধরে ছড়িয়ে দেওয়া, আদম ও হাওয়ার ছড়িয়ে দেওয়ার দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল। চুক্তি বাস করার জন্য এক ভূমির প্রতিশ্রুতি দিয়ে, এবং তা ছিল এদনে পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি। পবিত্রস্থান ও বাহিনীকে পদদলিত করা মানব পরিবারের মধ্যে পাপের যে ক্রমোন্নতি ঘটছে, তার প্রতিনিধিত্ব করে—যার শুরু হয়েছিল আদমের পাপ দিয়ে।

চুক্তির অপর দুই প্রতিশ্রুতি এই যে, বিশ্বস্তগণ একটি নতুন দেহ এবং একটি নতুন মন লাভ করবেন—অর্থাৎ খ্রীষ্টের মনই। দেহ হল মাংস, নিম্নতর প্রকৃতি; এবং খ্রীষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে এটি কিলসিয়া। মন হল উচ্চতর প্রকৃতি; সিস্টার হোয়াইট একে "আত্মার দুর্গ" বলে অভিহিত করেছেন। পৌল স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেন যে, সুসমাচারের দাবিসমূহ আমরা গ্রহণ করার মুহূর্তে—অর্থাৎ যখন আমরা ধার্মিক গণ্য হই—আমরা খ্রীষ্টের মন লাভ করি। তিনি আরও শিক্ষা দেন যে, দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত আমরা নতুন ও মহিমান্বিত দেহ লাভ করি না।

> দেখ, আমি তোমাদের এক রহস্য প্রকাশ করছি; আমরা সকলে নিদ্রিত হব না, কিন্তু আমরা সকলেই পরিবর্তিত হব, এক মুহূর্তে, চোখের পলকে, শেষ তূর্যধ্বনিতে: কারণ তূর্য বেজে উঠবে, এবং মৃতেরা অবিনশ্বররূপে উত্থিত হবে, এবং আমরা পরিবর্তিত হব। কারণ এই নশ্বরকে অবিনশ্বরতা পরিধান করতেই হবে, এবং এই মরণশীলকে অমরত্ব পরিধান করতেই হবে। সুতরাং যখন এই নশ্বর অবিনশ্বরতা পরিধান করবে, এবং এই মরণশীল অমরত্ব পরিধান করবে, তখন লেখা আছে এমন বাক্যটি পূর্ণ হবে: মৃত্যু বিজয়ে গ্রাসিত হয়েছে। হে মৃত্যু, তোর দংশন কোথায়? হে কবর, তোর বিজয় কোথায়? মৃত্যুর দংশন হচ্ছে পাপ; এবং পাপের শক্তি হচ্ছে আইন। ১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫৬।

একটি মতবাদ, যা সম্পর্কে যোহন বলেন যে এমন ভ্রান্ত শিক্ষায় যারা বিশ্বাস করে তাদের খ্রিস্টবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে, যুক্তি দিয়ে যে খ্রিস্ট কখনও এমন দেহ গ্রহণ করেননি

যা পাপের প্রভাবের অধীন ছিল—যে প্রভাব আদমের পাপের পর থেকে মানব পরিবারকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল।

> আর যে প্রত্যেক আত্মা স্বীকার করে না যে যিশু খ্রীষ্ট শরীরে এসেছেন, সে ঈশ্বরের পক্ষের নয়; আর এটিই সেই খ্রীষ্টবিরোধীর আত্মা, যার কথা তোমরা শুনেছ যে সে আসবে; আর এখনই তা জগতে আছে। ১ যোহন ৪:৩.

‘নিষ্কলঙ্ক গর্ভধারণ’ শেখানো বাবিলনের মদ (খ্রিস্টবিরোধী) দাবি করে যে, মরিয়মকে পাপের পূর্বেকার আদম ও হাওয়ার মতো নিখুঁত করা হয়েছিল, যাতে যিশুর জন্ম ঘটত দিব্য গর্ভধারণের (পবিত্র আত্মা) ভিত্তিতে, পরিপূর্ণ মানবত্বের (মরিয়ম) সঙ্গে। ‘নিষ্কলঙ্ক গর্ভধারণ’-এর এই মিথ্যা মতবাদটি যিশু কখন মরিয়মের গর্ভে ধারণ হয়েছিলেন তা নিয়ে নয়; বরং মরিয়ম নিজে কীভাবে আদম ও হাওয়ার পরিপূর্ণতার মতো অবস্থায় গর্ভে ধারণ হয়েছিলেন—তা নিয়ে। মানুষকে মুক্ত করতে এসে খ্রিস্ট যে দেহে ধারণ করেছিলেন, তা পাপহীন দেহে ছিল—যার মধ্যে বংশগতির প্রভাব ছিল না—এ কথা বলা খ্রিস্টবিরোধীর শিক্ষা।

> কারণ অনেক প্রতারক জগতে বেরিয়েছে, যারা স্বীকার করে না যে যীশু খ্রীষ্ট দেহধারণ করে এসেছেন। এমন ব্যক্তিই প্রতারক এবং খ্রীষ্টবিরোধী। ২ যোহন ১:৭।

যখন খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হলেন, অনুপ্রেরণা সতর্কভাবে উল্লেখ করে যে তখন তাঁর মহিমান্বিত দেহ ছিল। তাঁর পুনরুত্থান দ্বিতীয় আগমনে ধার্মিকদের পুনরুত্থানের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, এবং সেখানেই আমরা নতুন দেহের জন্য চুক্তির প্রতিশ্রুতি পাই।

> খ্রীষ্টের তাঁর পিতার সিংহাসনে আরোহণ করার সময় এসে গিয়েছিল। এক ঐশ্বরিক বিজয়ী হিসেবে তিনি বিজয়ের নিদর্শনসমূহ নিয়ে স্বর্গীয় দরবারে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, ‘তুমি যে কাজ আমাকে করতে দিয়েছিলে, আমি তা সম্পন্ন করেছি।’ যোহন ১৭:৪। পুনরুত্থানের পরে তিনি কিছুকাল পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন, যাতে তাঁর শিষ্যরা তাঁর পুনরুত্থিত ও মহিমাময় দেহে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে পারে। এখন তিনি বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি এই সত্যটি প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি এক জীবন্ত ত্রাণকর্তা। তাঁর শিষ্যদের আর তাঁকে সমাধির সঙ্গে যুক্ত করে ভাবতে হবে না। তাঁরা তাঁকে স্বর্গীয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে মহিমান্বিত রূপে ভাবতে পারতেন। দ্য ডিজায়ার অব এজেস, ৮২৯।

বাস করার জন্য একটি ভূমির চুক্তির প্রতিশ্রুতি পূরণ হয় পৃথিবী নবীকৃত হলে, যখন এদেন পুনঃস্থাপিত হয় এবং 'সাতবার' (সাত হাজার বছর)কালব্যাপী প্রথম আদমের মানবজাতির ছড়িয়ে পড়া সমাপ্ত হয়। নতুন ও মহিমান্বিত দেহের চুক্তির প্রতিশ্রুতি দ্বিতীয় আগমনে, চোখের পলকে, প্রদান করা হয়।

> "বেথেলহেমের কাহিনি এক অক্ষয় বিষয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে 'ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধনের গভীরতা।' Romans 11:33. উদ্ধারকর্তার ত্যাগ দেখে আমরা বিস্মিত হই—তিনি স্বর্গের সিংহাসন বদলে খোঁয়াড়ের খাদ্যপাত্র, আর আরাধনাকারী স্বর্গদূতদের সঙ্গ বদলে খোঁয়াড়ের পশুদের সঙ্গ গ্রহণ করলেন। তাঁর উপস্থিতিতে মানব অহংকার ও আত্মপর্যাপ্ততা ধিক্কৃত হয়। তবু এটি ছিল তাঁর অপূর্ব আত্ম-নম্রতার কেবল শুরু। এমনকি যখন আদম এদেনে তাঁর নির্দোষ অবস্থায় ছিলেন, তখনও ঈশ্বরপুত্রের মানব-প্রকৃতি গ্রহণ করা প্রায় অসীম অবনতি হতো। কিন্তু যিশু মানব-প্রকৃতি গ্রহণ করেছিলেন তখন, যখন মানবজাতি চার হাজার বছরের পাপে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আদমের প্রত্যেক সন্তানের মতোই তিনি বংশগতির মহান নিয়মের

> কার্যকারিতার ফল গ্রহণ করেছিলেন। এই ফলাফলগুলি কী ছিল, তা তাঁর পার্থিব পূর্বপুরুষদের ইতিহাসে প্রকাশিত। এমন বংশগত উত্তরাধিকার নিয়েই তিনি আমাদের দুঃখ ও প্রলোভন ভাগ করে নিতে, এবং আমাদের পাপহীন জীবনের উদাহরণ দিতে এসেছিলেন।" The Desire of Ages, 48.

যখন কেউ সুসমাচারের শর্তসমূহ পূরণ করে, তখনই তিনি একটি নতুন মন পান, অর্থাৎ খ্রিষ্টের মন। কিন্তু দেহে—যাকে পৌল 'মাংস'ও বলেন—খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনে পরিবর্তিত হবে। অনুভূতিগুলি নিয়ে গঠিত নিম্নতর প্রকৃতি রূপান্তরের সময় বিলুপ্ত হয় না। এই অনুভূতিগুলি, যা নৈতিক চরিত্রের একটি অংশ, খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত থেকেই যায়। এই অনুভূতিগুলি আবেগীয় প্রণালীকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা হরমোনীয় প্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলি সেই ইন্দ্রিয়গুলোকেও প্রতিনিধিত্ব করে, যেগুলো স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষের নিম্নতর প্রকৃতির যেসব উপাদানকে অনুভূতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেগুলি মূলত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণির অনুভূতি হলো আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রবণতাসমূহ, আর অন্য শ্রেণির অনুভূতি হলো চর্চিত প্রবণতাসমূহ, যা আমরা নিজেদের সিদ্ধান্তে বিকশিত করেছি।

কিছু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতা মানব গঠনেরই অংশ, এবং কিছু ধরনের উত্তরাধিকারী প্রবণতা মন্দ কাজের দিকে নিয়ে যায়। চর্চায় গড়ে ওঠা অনুভূতিগুলো আমরা নিজস্ব পছন্দের মাধ্যমে গড়ে তুলি, আর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতাগুলো "উত্তরাধিকারের মহা বিধান" দ্বারা সঞ্চারিত হয়।

যীশু "মানবজাতি চার হাজার বছরের পাপে দুর্বলতি হয়ে পড়ার পর মানব প্রকৃতি গ্রহণ করেছিলেন। আদমের প্রত্যেক সন্তানের মতো তিনি বংশগতির মহান বিধি কার্যকর হওয়ার ফলে সৃষ্ট ফলাফলসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। এই ফলাফলগুলি কী ছিল, তা তাঁর পার্থিব পূর্বপুরুষদের ইতিহাসে প্রদর্শিত। তিনি এমন এক বংশগতিসহ এসেছিলেন আমাদের দুঃখ ও প্রলোভনে অংশীদার হতে, এবং পাপহীন জীবনের দৃষ্টান্ত আমাদের দিতে।" বংশগতির মহান বিধি চার হাজার বছর কার্যকর থাকার ফলে যে ফলাফলসমূহ উপস্থিত ছিল, সেগুলোসহ যীশু তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে সেই প্রবণতাগুলিকে সর্বদা অধীনস্থ রেখেছিলেন, এবং তিনি কখনোই কোনো পাপপূর্ণ অনুভূতি লালন বা বিকাশে অংশ নেননি।

যদি যিশু পাপ করার আগে আদম ও হাওয়ার মতো মানবদেহে গ্রহণ করতেন, কিন্তু চার হাজার বছরের অধঃপতনে মানবতা দুর্বল হয়ে পড়ার পরিণামগুলো গ্রহণ না করতেন, তাহলে ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তান কীভাবে অতিক্রম করতে পারে তার একটি উদাহরণ তিনি প্রদান করতেন না।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> অনেকেই খ্রিষ্ট ও শয়তানের মধ্যকার এই সংঘর্ষকে তাদের নিজস্ব জীবনের সঙ্গে কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই বলে মনে করে; আর তাদের কাছে এ বিষয়ে তেমন আগ্রহও নেই। কিন্তু প্রত্যেক মানবহৃদয়ের ভেতরেই এই সংগ্রাম বারবার ঘটে। কেউ যখন মন্দের শিবির ত্যাগ করে ঈশ্বরের সেবায় প্রবেশ করে, তখন শয়তানের আক্রমণের মুখোমুখি না হয়ে কখনোই থাকতে পারে না। যে প্রলোভনগুলিকে খ্রিষ্ট প্রতিরোধ করেছিলেন, সেগুলোই আমরা প্রতিহত করতে এত কঠিন বলে অনুভব করি। আমাদের তুলনায় তাঁর চরিত্র যত উচ্চ, সেই অনুপাতে প্রলোভনগুলোও তাঁর ওপর তত অধিক তীব্রতায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বের পাপের ভয়াবহ ভার তাঁর ওপর থাকা অবস্থাতেই খ্রিষ্ট

ভোজনলালসা, জগতপ্রেমে, এবং আত্মপ্রদর্শনের সেই প্রেমে—যা মানুষকে দুঃসাহসী অতিবিশ্বাসে নিয়ে যায়—এইসব পরীক্ষায় দৃঢ়ভাবে স্থির ছিলেন। এগুলোই সেই প্রলোভন, যা আদম ও ঈভাকে পরাস্ত করেছিল, এবং যা এত সহজেই আমাদেরও পরাস্ত করে।

শয়তান আদমের পাপকে এই প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছিল যে ঈশ্বরের বিধান অন্যায় এবং তা মানা যায় না। আমাদের মানব প্রকৃতিতে, খ্রিস্টকে আদমের ব্যর্থতাকে উদ্ধার করতে হয়েছিল। কিন্তু যখন প্রলোভনকারী আদমকে আক্রমণ করেছিল, তখন তাঁর ওপর পাপের কোনো প্রভাব ছিল না। তিনি পরিপূর্ণ মানবত্বের শক্তিতে অবিচল ছিলেন, মন ও শরীরের পূর্ণ বলশক্তি তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি এদনের মহিমায় পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং স্বর্গীয় সত্তাদের সঙ্গে প্রতিদিন সহভাগিতায় ছিলেন। কিন্তু যীশুর ক্ষেত্রে তা ছিল না, যখন তিনি শয়তানের মোকাবিলার জন্য মরুভূমিতে প্রবেশ করলেন। চার হাজার বছর ধরে মানবজাতি শারীরিক শক্তি, মানসিক ক্ষমতা এবং নৈতিক মানে হ্রাস পেয়ে আসছিল; এবং খ্রিস্ট অবক্ষয়িত মানবতার দুর্বলতাগুলো নিজের উপর নিয়েছিলেন। কেবল এভাবেই তিনি মানুষকে তার অধঃপতনের অতল গভীরতা থেকে উদ্ধার করতে পারতেন।

অনেকে দাবি করেন যে খ্রিস্টের প্রলোভনে পরাস্ত হওয়া ছিল অসম্ভব। তাহলে তাঁকে আদমের অবস্থানে রাখা যেত না; আদম যে বিজয় অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তিনি তা অর্জনও করতে পারতেন না। যদি কোনো অর্থে আমাদের সংঘর্ষ খ্রিস্টের চেয়ে বেশি কঠিন হয়, তাহলে তিনি আমাদের সাহায্য করতে সক্ষম হতেন না। কিন্তু আমাদের ত্রাণকর্তা মানবত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তার সব দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাসহ। তিনি মানুষের স্বভাব গ্রহণ করেছিলেন, প্রলোভনের কাছে নত হওয়ার সম্ভাবনাসহ। আমাদের সহ্য করার মতো এমন কিছুই নেই, যা তিনি সহ্য করেননি।

খ্রিষ্টের ক্ষেত্রে, যেমন এদনের পবিত্র যুগলের ক্ষেত্রেও, আহার-ইচ্ছাই ছিল প্রথম মহা প্রলোভনের ভিত্তি। যেখানে পতনের সূচনা হয়েছিল, সেখান থেকেই আমাদের পরিত্রাণকর্মের সূচনা হওয়া আবশ্যক। যেমন আহার-ইচ্ছায় প্রশ্রয় দিয়ে আদম পতিত হয়েছিলেন, তেমনই আহার-ইচ্ছাকে অস্বীকার করে খ্রিষ্টকে জয়ী হতে হল। 'আর তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি উপবাস করার পর, অনন্তর তিনি ক্ষুধার্ত হলেন। আর পরীক্ষক তাঁর কাছে এসে বলল, যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরগুলিকে আদেশ কর যে এগুলি রুটি হয়ে যাক। কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, লিখিত আছে, মানুষ কেবল অন্নে বাঁচিবে না, বরং ঈশ্বরের মুখ হইতে নির্গত প্রত্যেক বাক্যে।'

আদমের সময় থেকে খ্রিস্টের সময় পর্যন্ত, স্বেচ্ছাভোগ মানুষের ক্ষুধা-রুচি ও কামনা-বাসনার শক্তিকে এতটাই বৃদ্ধি করেছিল যে, এগুলো মানুষের উপর প্রায় সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে মানুষ অধঃপতিত ও রোগগ্রস্ত হয়েছিল, এবং নিজেদের দ্বারা তা পরাভূত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। মানুষের পক্ষ হয়ে খ্রিস্ট কঠোরতম পরীক্ষা সহ্য করে বিজয় অর্জন করেছিলেন। আমাদের জন্য তিনি ক্ষুধা বা মৃত্যুর চেয়েও শক্তিশালী আত্মসংযম প্রয়োগ করেছিলেন। আর এই প্রথম বিজয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল সেসব বিষয়ও, যা অন্ধকারের শক্তির সঙ্গে আমাদের প্রতিটি সংঘাতে জড়িয়ে থাকে। দ্য ডিজায়ার অব এজেস, ১১৭।